তারিখ 26 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রথম আলো

৫০ হাজার টাকায় শিক্ষক নিয়োগ!

আমজাদ হোসেন নরসিংদী

নরসিংদীতে চলতি বছর বেশ কয়েকটি নতুন বেসরকারি কলেজের যাত্রা শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নরসিংদী প্রেসিডেন্সি কলেজ। যাত্রার শুরুতেই কলেজটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষ লেনদেনের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ব্যাপক প্রচারণার মধ্যদিয়ে গত ১৫ মে কলেজটিতে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নাম ওই দিনই চূড়ান্ত করে মৌখিক পরীক্ষা শেষ করেছে। নিয়োগ বোর্ডের বিচারকরা যথেষ্ট নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখেই মেধাক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী পরের দিন চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করে তাদের নিয়োগপত্র দিয়ে দেয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ার দশ দিন পরও কলেজটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উত্তীর্ণদের চূড়ান্ত তালিকা গোপন রেখে মোবাইলের মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কাছে নগদ ৫০ হাজার টাকা দাবি করে। আর ৫০ হাজার টাকা যে আগে দিবে তারই চাকরি হবে, নয়তো হবেনা-এ শর্ত জুড়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গোপনে ১০ দিন ধরে এরকমই একটি প্রস্তাব মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে কয়েকজন নিয়োগ পত্র পেয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে অধিকাংশ প্রার্থীই ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি করতে রাজি হননি। যে কারণে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও তারা নিয়োগের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হতে পারছে না। ঘুষ লেনদেনের বিষয়টি জানতে পেরে অনেকের মাঝেই এখন অসন্তোষ ও চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক স্বপ্ন এবং চাকরির প্রত্যাশা নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েও ঘুষের কাছে হেরে যাচ্ছে অনেকে।

সরেজমিন জানা গেছে, গত ১৫মে শুক্রবার কলেজটিতে শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় প্রায় ৩০০ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। নিয়োগবোর্ডে নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে রাখা হয় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজের স্বনামধন্য শিক্ষকদের। আর এ নিয়োগ বোর্ডের প্রধান ছিলেন, নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কালাম হোসেন এবং তার সহযোগী অন্যদের মধ্যে ছিলেন আব্দুর কাদির মোল্লা সিটি কলেজের কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর মোহাম্মদ আলী। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগবোর্ডের প্রধান নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কালাম হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা নিরপেক্ষভাবে মেধাক্রমানুসারে প্রার্থী বাছাই করেছি।' এখন নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। আর নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি টাকার বিনিময় হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা অপরাধ।' এ ব্যাপারে নরসিংদী প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে কথা বললে তিনি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন, নিয়োগ পরীক্ষায় যে প্রথম হয়েছে আমরা তাকেই নিচ্ছি।